প্রথম আলো

তারিখ 12 JAN 2014
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৬

এসএসসি পরীক্ষার সময়সূচি

পরীক্ষার সময় হরতাল-অবরোধ নয়

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে বিদ্যালয় ও কলেজ পর্যায়ের পাবলিক পরীক্ষাগুলোয় শৃঙ্খলা ফিরে এসেছে। আশার কথা, তিনি একটি গণমুখী ও বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষানীতিই প্রণয়ন করেননি, নানা বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও সেটি বাস্তবায়নের প্রয়াসও অব্যাহত রেখেছেন। বিগত বছরটিতে দেশে রাজনৈতিক হানাহানি লেগেই ছিল। হরতাল-অবরোধে বেশির ভাগ সময়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখতে হয়েছে। এসব সত্ত্বেও স্কুল পর্যায়ের বার্ষিক পরীক্ষাগুলো শেষ করা সরকারের জন্য কঠিন চ্যালেঞ্জ হয়ে পড়েছিল। অনেকে পরীক্ষা ছাড়াই শিক্ষার্থীদের পরবর্তী শ্রেণীতে উত্তীর্ণ করার কথা বলেছিলেন। কিন্তু মন্দ নজির স্থাপন না করে সরকার পরীক্ষা নিয়েই শিক্ষার্থীদের পরবর্তী শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়ার ব্যবস্থা করেছে।

একটি মহলের প্রচারণার কারণে মাধ্যমিক পরীক্ষার দিনক্ষণ নিয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। সামাজিক গণমাধ্যমসহ বিভিন্ন প্রচারমাধ্যমে ৯ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠেয় পরীক্ষা পেছানো হবে বলে প্রচারণা চালানোর ফলে পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে উদ্বেগ লক্ষ করা গেছে। তবে গতকাল শনিবার শিক্ষামন্ত্রী ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে আহত রোগীদের দেখতে গিয়ে বলেছেন, কোনো অবস্থাতেই পরীক্ষা পেছানো হবে না। তাঁর এই আশ্বাসের বাস্তবায়নই দেখতে চায় শিক্ষার্থীরা।

কেবল এসএসসি নয়, সব পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী হওয়া উচিত। কেননা, পরীক্ষা পেছানো হলে শিক্ষার্থীরা কেবল আর্থিকভাবে নয়, মানসিকভাবেও ক্ষতির সম্মুখীন হয়। শিক্ষার্থীদের কথা ভেবে রাজনৈতিক দলগুলো হরতাল-অবরোধের মতো কর্মসূচি দেবে না আশা করি। মানুষের কল্যাণের জন্য যে রাজনীতি, সেই রাজনীতি কেন কোমলমতি শিক্ষার্থীদের অনিশ্চয়তার মধ্যে ঠেলে দেবে?

আমাদের প্রত্যাশা থাকবে, নির্ধারিত সময় অর্থাৎ ৯ ফেব্রুয়ারিই এসএসসি পরীক্ষা শুরু হবে এবং সময়সূচি অনুযায়ী তা শেষ হবে। গত বছর এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার্থীরা যে চরম ভোগান্তির শিকার হয়েছে, এবার তার পুনরাবৃত্তি হবে না—এই নিশ্চয়তা রাজনৈতিক দলসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে দিতে হবে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, গত কয়েক বছর ১ ফেব্রুয়ারি এসএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলেও এবার বিশ্ব ইজতেমার কারণে পেছানো হয়েছে।